ঐতিহাসিক আবুল ফজল সম্পর্কে যা জানো লেখ ?

ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও নতুন যুগকে নিয়ে এসেছিল। মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চা সে কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ঐসলামিক পরম্পরা তেই ইতিহাস রচনায় প্রচেষ্টা ছিল। মোঘল যুগে ইতিহাসচর্চা আরও ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এই ইতিহাস চর্চার দুটি দিক - দরবারী ইতিহাস ও দরবারী ইতিহাসের বাইরের একটি ধারা। মোগল যুগে এই দরবারী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আবুল ফজল। মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী,বন্ধু, রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ ও সামরিক অফিসার আবুল ফজল ইতিহাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা প্রবর্তন করেন। 1551 খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় আবুল ফজলের জন্ম হয়। তাঁর পিতা শেখ মুবারক ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট পারসিক পণ্ডিত এবং উদার প্রকৃতির মানুষ। গোঁড়াপন্থী উলেমারা শেখ মুবারকের পরিবারকে অপছন্দ করত।কারণ সন্দেহ করা হত শেখ মুবারক হলেন মাহদভী মতবাদের প্রতি অনুরক্ত এবং শিয়া। উলেমাদের বিরোধিতায় এই পরিবারকে অশান্তি ও কষ্টতে দিন কাটাতে হত, পালিয়ে বেড়াতে হত। স্বভাবতই আবুল ফজলের কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি সুখে কাটে নি। শিক্ষক পিতার পুত্র আবুল ফজল পনেরো বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের সব শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিশ বছর বয়সে তিনি নিজেই শিক্ষকতা শুরু করে দেন। জীবনের প্রথম দিকে কঠিন প্রতিকূল সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আবুল ফজল কষ্টসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা,উদারতা প্রভৃতি গুনের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। সে যুগের একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল অত্যন্ত উদার এবং শান্তিনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 1574 খ্রিস্টাব্দে তিনি আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে উচ্চপদে আসীন হন। সম্রাট আকবরের আনুকূল্যে আবুল ফজল সভাসদ হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং প্রথমেই 20 সংখ্যার মনসবদার পদে মনোনীত হন। 1585 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে এক হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করা হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি পাঁচ হাজারী মনসবদার পদে বেতন বৃত হন। মোগল সম্রাট আকবর তাঁর পাণ্ডিত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হন। ক্রমে উভয়ের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। আকবর রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কাজে আবুল ফজলের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।এইভাবে আবুল ফজল মোগল রাজকীয় শাসনের এক বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীতে পরিণত হন। আবুল ফজল 1595 খ্রিস্টাব্দে আকবরের অনুরোধে ' আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' লিখতে শুরু করেন।

আকবর-নামা :-

'আকবর-নামা' 3 খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে তৈমুর থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত মুঘল

রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড আবুল ফজল আকবরের রাজত্বের 1602 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যেক বছরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। শুধু ঘটনার বিবরণই নয়,এর পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিল তারও ব্যাক্ষা করেছেন। স্বভাবতই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আকবর-নামা'র লিথোগ্রাফি কপি লক্ষৌর নওল কিশোর প্রেস থেকে এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল থেকে 'বিবলিও থেকা ইন্ডিকা' গ্রন্থমেলায় মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে শাহজাদা সেলিম ও তার ভাইয়ের সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। 1602 খ্রী.আবুল ফজল আততায়ীর হাতে নিহত হলে, সম্রাট এনায়েৎ- উল্লাহ কে গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু আবুল ফজলের যোগ্যতা বা দক্ষতা এনায়েত - উল্লার ছিলনা। অনেক ইউরোপীয় লেখক আবুল ফজলের বিরুদ্ধে স্তাবকতা এবং সত্য তথ্য গোপন করার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ব্ল্যাক ম্যান এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, 'আকবর-নামা'য় এ ধরনের অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখকের সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং ঘটনার বর্ণনায় লেখক এর যথার্থতা প্রস্ফুটিত। ডঃ স্মিথ গ্রন্থটি কে আকবরের রাজত্ব ইতিহাস রচনার ভিত্তি - গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এই গ্রন্থের কাল নির্ঘণ্ট নিজামউদ্দীন এবং বদাউনীর চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত।

আইন-ই-আকবরী:-

তিন খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি গেজেটিয়ার বলে গণ্য করা হয়। মুঘল রাজত্বকালের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা সংবাদ গ্রন্থটিতে রয়েছে। এতে রয়েছে প্রশাসনিক বহুবিধ, তার ব্যাখ্যা এবং সহকারী বিবরণী থেকে বহু পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি। আর রয়েছে গোটা সাম্রাজ্যের বর্ণনামূলক ও পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা, রাজদরবারের বিবরণ এবং মুঘল- শাসন পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ। তৃতীয় খন্ডে লেখক তার বংশ পরিচয় ও নিজের জীবনের বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক ইউরোপে নাকি আবুল ফজলের মতো লেখক ছিলনা, এ কথা ডঃ স্মিথ বলেছেন। একমাত্র চীন ছাড়া নাকি এমন গ্রন্থ এশিয়ার আর কোথাও ছিল না। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, আবুল ফজলের আলংকারিক বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষার অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। আর সেজন্য গ্রন্থটি প্রশাসনিক কাঠামোর সঠিক ও অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে ব্যর্থ। তবে গ্রন্থটির পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা বিস্তৃত এবং সঠিক। পারসি ভাসায় এই গ্রন্থটির মূল পাঠ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' গ্রন্থ মালায় মুদ্রিত করেছিল।

এছাড়া আবুল ফজল রচিত 'রুকাৎ -ই-আবুলফজল' ও 'ইনশা-ই-আবুলফজল' গ্রন্থ দুটি উল্লেখ প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের কার্যকলাপ পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক তার কাজের দোষারোপ করেছেন, আবার কোন কোন ঐতিহাসিক তার প্রশংসা করেছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসে ইলিয়ট, এলফিনস্টোন ও মোরলি তার প্রভুর তোষনের জন্য অভিযুক্ত করে বলেছেন যে,

এমন অনেক বিষয়ই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গিয়ে ইতিহাস চর্চার মূল চরিত্রকে বিনষ্ট করেছেন। তিনি ইতিহাস চর্চায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ভিনসেন্ট স্মিথ তাকে 'as an unblushing flatterer of Akbar' বলে গাল দিয়েছেন। কিন্তু ব্লক ম্যান- এর মতে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা 'আকবরনামা' তে বিন্দুমাত্র দেখা যায়না। আকবরনামায় তার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। ইলিয়ট, এলফিনস্টোন এবং মোরলি তার লেখার স্টাইল এর নিন্দা করেছেন; এমনকি তারা তার 'fairness of the account' সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

তবে আবুল ফজল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা যাই বলুন নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সবথেকে প্রতিভাদীপ্ত এবং বড়ো মাপের ও বড়ো মনের মানুষ। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনেকে তাঁকে বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল যুগের ইতিহাসচর্চায় তিনি এক অনন্য স্থানের অধিকারী।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :-

1) আবুল ফজল কে ছিলেন ?
2) তিনি কতগুলি গ্রন্থ লেখেন এবং কি কি ?
3) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখ।
4) 'আকবর-নামা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখ।
5) আবুল ফজলের মূল্যায়ন কর।

সূত্র নির্দেশাবলী :--

1) ভারতের ইতিহাস- মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ (1526-1818)-- তেসলিম চৌধুরী।
2) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (1206-1757 খ্রিস্টাব্দ) -- অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি এবং অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।
3) মুঘল ভারতের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) -- ড. অলক কুমার চক্রবর্তী।